

রাজনীতির কুটচাল

নন্দিনী হোসেন

১০ এপ্রিল ২০০৫

আমার একটা কথা প্রায় ই মনে হয় শুধু আমারই বা বলছি কেন আমাদের অনেকেরই ভাবনা যে, বাংলাদেশের রাজনীতিটা আসলে কেমন হওয়া উচিত ? বিশেষ করে আমার মতো যারা কোন দলের বিশেষ ভক্ত নয়। যারা দেশের ভালো মন্দ নিয়ে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থেকে ভাবেন তাদের প্রশ্ন এটি। এরা মোটামোটি প্রতিটি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন কারো প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হয়ে নয় ; বরং দেশের সামগ্রিক ভালোমন্দ বিচার করে। আমি মনে করি, তাদের পক্ষেই অনেকটা সম্ভব সব কিছু নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা।

দেশ আজ প্রধানত মোটা দাগে দু'টি শিবিরে বিভক্ত। অন্যান্য আর ও যারা এদল সে দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, তারা ও কিন্তু কোন না কোন ভাবে এই দুই দলের প্রতি অনুরক্ত। আসলে আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এ ছাড়া তেমন কোন উপায় ও নেই। বলা হয়, একটা মুক্তিযোদ্ধের পক্ষের শক্তি আর অন্যটা বিপক্ষ শক্তি। পক্ষ শক্তির দাবীদার রা হলেন আওয়ামীলীগ সহ বাম দল গুলো। জামাতে ইসলাম যে বিপক্ষ শিবিরের তা দিবালোকের মত ই স্পষ্ট। একান্তর থেকে তাদের ভূমিকা এখন ও পর্যন্ত খুব একটা বদলেছে বলে মনে করা অসম্ভব। যদি ও আজকাল ক্ষমতার খাতিরে, বিএনপির পিছু পিছু নম নম করে বিশেষ দিন গুলোতে শহীদ মিনারে, জাতীয় স্মৃতি সৌধে যেতে হচ্ছে ! কিন্তু আজ ও পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের ন্যাকারজনক ভূমিকার জন্য জাতির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চায়নি। একটি বারের জন্য ও বলেনি তারা ছিল ভুল। তাই জামাত কে এ দেশের রাজনীতি থেকে নির্বাসিত রাখতেই হবে যতদিন পর্যন্ত তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা না চেয়েছে। কোন দেশে আর এমন নজির হয়তো নেই যেখানে যোদ্ধাপোরাধীরা এত অল্প সময়ে জাতীয় রাজনীতি তে এত বিপুল ভাবে পুনর্বাসিত হতে পেরেছে কোন প্রকার কাফফারা না দিয়ে ই। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ই বলতে হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের নেতৃত্বের দূরদর্শীতার প্রচন্ড অভাব ছিলো স্বীকার করতেই হবে। বাম দল গুলো ছাড়া অন্য আর সব দল ই আজকের বাংলাদেশে জামাতীদের মহা উত্থানের জন্য কম বেশী দায়ী।

এবার আসি বিএনপি প্রসঙ্গে। বিএনপিকে যারা জামাতের মতো এক ই ধরনের দল মনে করেন এবং জামাতের সাথে একই পংতি তে ফেলে বিচার করার প্রয়াস চালান তারা সঠিক কাজ টি করেন না বলেই আমার ধারণা। বি এনপির সাথে জামাতের মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে এটা তাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। আমি নীচে ক্রমানুসারে তার মাত্র দুই একটা বিষয় উল্লেখ করলাম ;

১।

সামগ্রিক ভাবে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ইতিহাসে কি নির্ধারিত হবে, তা একমাত্র ইতিহাস ই বিচার করবে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন ইতিহাসের এক ক্রান্তি লগ্নে দেশের প্রয়োজনে বংগবন্ধুর হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ জিয়াউর রহমান কে যে মহিমা দিয়েছে, তা বোধ হয় শত চেষ্টা আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ও মুছে ফেলা যাবে না। আর এখানেই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা সরাসরি বিরোধীতা করেছিল সেই জামাতীদের সাথে বিএনপির বড় ধরনের পার্থক্য নির্ধারিত হয়ে আছে ইতিহাসেরই পাতায়।

২।

জামাতের রাজনীতি কখন ও নারী নেতৃত্ব স্বীকার করে না। বিএনপির নেতা একজন নারী। প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন।

৩।

সুযোগ পেলে আল্লামার আইন দেশে চালু করতে জামাতে ইসলামী বদ্ধ পরিকর। কিন্তু বিএনপি কখন ও এরকম কোন ঘোষণা দিয়েছে বলে শুনি নি। উপরে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া ও আর ও বহু পার্থক্য আছে এই দল দুটির মধ্যে যা তাদের কে একে অন্যের মাঝে বীলিন হয়ে যেতে দেবে না কখন ই। হয়তো কম বেশী মিত্র তা থাকবে ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে, কিন্তু যে ব্যাপার টি আমরা লক্ষ্য করে আসছি বিগত দশক থেকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি কে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি প্রমান করতে উঠে পরে লেগেছে। তারা পরোক্ষ ভাবে বিএনপিকে জামাতের দিকে শুধু ক্রমাগত ঠেলেই দেয় নি, বিএনপি চিরস্থায়ী ভাবে জামাতের সাথে ঘাটচড়া বাধতে পারে সেই চেষ্টা ই যেন তারা নিজের ই অজান্তে করে আসছে। এ দিকে বিএনপি ক্ষমতার স্বার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের নিজেদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল যখন বেধরক মার খাচ্ছে শিবিরের কাছে, তখন ও বি এনপির নেতা নেত্রীরা মুখে কুলুপ এটে বসে আছেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের আধিপত্য অপ্রতিহত গতিতে চলছে বলতে গেলে প্রায় বিনা বাধায়।

এই যে বিএনপির মতো একটা বড় দল কে জামাতের দিকে ঠেলে দেয়া, মুক্তিযোদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে ক্রমাগত প্রচার চালানো, তাতে করে কিন্তু বি এনপির ভাবমূর্তির সংকট সৃষ্টি হয়েছে ঠিক ই, কিন্তু আওয়ামী লীগের ও কোন লাভ হচ্ছে না। দেশের বা জন গনের লাভ লোকসান নাহয় হিসেবে নাই নিলাম। লাভের পাল্লা যদি কারো ভারী হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়েছে একমাত্র জামাতীদের। কারণ আওয়ামী তাড়া খেয়ে বি এনপি যত জামাতের সাথে মিল মহব্বত পাতাবে শেষ বিচারে তাতে জিত আর কারো না হলেও শেষ হাসিটা জামাতীরা ই হাসবে। তারা বি এনপি আওয়ামী দম্ভের সুযোগে বাইরে গোবেচারা চেহারা বজায় রেখে একদিন গ্রাস করে নেবে ভিতর বাহির সব। এখন ও সাবধান হওয়ার সময় ফুড়িয়ে যায়নি। আওয়ামী লীগ এবং বি এনপি দুটোই বড়দল। এই দুই দলের নেতা নেত্রী এবং ভক্ত, অনুসারী দের আজকের বাস্তবতা টা বোঝতে হবে এবং স্বীকার করে নিতে হবে। একে অপরকে গায়ের জোড়ে অস্বীকার করাটা হবে গোয়াতুমীর নামান্তর। আজ যেমন আওয়ামী লীগ কে বি এনপির অস্তিত্ব মেনে নিয়ে দক্ষ সংঘাত হরতাল হানাহানির রাজনীতি পরিহার করে; আলাপ আলোচনার রাজনীতিতে ত থা গঠন মূলক রাজনীতিতে ফিরে আসতে হবে। তেমনি বি এনপির নেতা নেত্রীর ও উচিত হবে কথায় কথায় ধরপাকর না করে সহনশীল রাজনীতির চর্চা করা। দমন পীড়ন নির্যাতন দ্বারা কোন কিছু হাসিল করা যায় না এটা তাদের মনে রাখতে হবে। কথায় কাজে আস্ত রিক হতে হবে। বি এনপি কে স্বীকার করে নিতে হবে স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক দিয়ে জিয়াউর রহমানের সম্মান বাড়ে না মোটেই। বরং তারা যদি বংগবন্ধুর সঠিক মূল্যায়নে কুণ্ঠিত না হয় তাহলেই বরং দেশের আপামর জন গনের মাঝে এমনিতেই তাদের ভাব মূর্তি উজ্জল হবে।

একটা কথা দুই দল কেই মনে রাখতে হবে যে ঘুরে ফিরে কখন ও আওয়ামী লীগ, কখন ও বি এনপি ক্ষমতায় আসবে। দেশের সাধারণ জন গন কিন্তু এই সব বিতর্ক শুনতে এক দম ই পছন্দ করে না। তারা কাজ চায়। কোনমতে দুবেলা খেয়ে পরে নিরাপত্তা নিয়ে বাঁচতে চায়। তাদের চাহিদা খুব ই কম নেতা নেত্রীদের কাছে। কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করা শিক্ষার মান উন্নয়ন স্বাস্থ্য সেবা, বিদেশী

বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সহ দেশ কে সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সামনের দিকে । এসব ই তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা । দেশের মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হলে, প্রকৃত গন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা ই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন । এই লক্ষ্যই আজ বড় দুটি দল কে এক সাথে কাজ করে যেতে হবে । শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য চাতুরীপূর্ণ কথার রাজনীতির দিন দ্রুত ই ফুরিয়ে আসছে। এ দেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন । তারা জানে কখন সঠিক কাজ টি করতে হয় । ইতিহাসে তো বার বার ই আমরা এমন প্রমাণ পেয়েছি ।